কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রসেসিং সেন্টার ব্যবহার ও পরিচালনা নির্দেশিকা

০১। ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে শাকসবজি ফলমূল জাতীয় পঁচনশীল কৃষিপণ্য অন্যতম। এছাড়াও মাছ, ডেইরী ও পোলট্রি ইত্যাদি জাতীয় পণ্যও উৎপন্ন হয়। কৃষক পর্যায় থেকে শুরু করে বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার অভাবে পঁচনশীল কৃষিপণ্যের একটি বড় অংশ নষ্ট হয় অথবা পণ্যের গুণাগুন নষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য মোতাবেক পঁচনশীল কৃষিপণ্যের শতকরা ৩০ – ৪০ ভাগ উৎপাদন পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার অভাবে নষ্ট হয় যা আর্থিক বিবেচনায় অত্যন্ত ব্যাপক। তাছাড়া উৎপাদিত ফল ও সবজির মাত্র শতকরা ১ ভাগ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। জনগণের পুষ্টি সমস্যার সমধান এবং শাক সবজি ও ফল মূলের অপচয় রোধ কল্পে প্রকিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই।

কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তর বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান করে আসছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, ক্লিনিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে ।

শাক সবজি ও ফলমূলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসকল্পে গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করাসহ কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে একটি টেকসই বিপণন যোগসূত্র (Market linkage) স্থাপনের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২টি অফিস কাম প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। এ সকল প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র সমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে গাইডলাইন হিসেবে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে নির্মিতব্য সকল প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

২। নীতিমালার উদ্দেশ্য ও পরিধিঃ

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এই প্রসেসিং সেন্টারটি ব্যবহৃত না হলে ব্যয়বহুল এই সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। অপর দিকে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীগণ যুগোপযোগী উপায়ে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এ সেন্টার ব্যবহার বিষয়ে আলাদা কোন নীতিমালা বা সরকারী নির্দেশনা না থাকায় উহার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা দুষ্কর। অধিকন্তু অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকলে সেন্টারের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট সরকারী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যাপ্ত সেন্টারের যন্ত্রপাতি সচল রাখা ও সেটি স্থাপনের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরল ও সৎ বিশ্বাসের বশঃবর্তী হয়ে অধিদপ্তর এই নির্দেশনা তৈরী করছে। এ সংক্রান্ত আলাদা সরকারী নীতিমালা পাওয়া গেলে এই নির্দেশনা অকার্যকর বলে পরিগণিত হবে।

০৩। কতিপয় সংজ্ঞাঃ

ক) অধিদপ্তরঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত অধিদপ্তর বুঝাতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে বুঝাবে;

খ) জেলা কর্মকর্তাঃ জেলা কর্মকর্তা বুঝাতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা মার্কেটিং অফিসে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

গ) প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র বলতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনে স্থাপিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ কক্ষকে বুঝাবে;

ঘ) কৃষক দলঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত কৃষক দল বলতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কৃষকদল, উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গঠিত দলের সদস্যকে বুঝাবে;

০৪। প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যঃ

- উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য সংযোজন, অপচয়রোধ, গুণগত মান সংরক্ষণ।
- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তার কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য পৌঁছে দিতে কৃষক ও বিপণন চ্যানেলের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক ভৌত বিপণন সেবা সহজলভ্য করা।
- প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রসমূহের দক্ষ, কার্যকর, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রসমূহের দীর্ঘ স্থায়ী ব্যবহার উপযোগীতা সৃষ্টি ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষক ও কৃষি বান্ধব বিপণন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।
- কৃষকগণ কৃষিপণ্যের মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল রপ্ত করে উৎপাদিত

- ভোক্তা সাধারণ স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য লাভে সক্ষম হবে;
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার সুবিধা প্রদান;
- আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিপণ্যের প্রক্রিজাতকরণ বিষয়ে প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রসার এবং মানসম্মত পণ্য সহজলভ্য করাই এই প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য।
- কৃষিপণ্যের দক্ষ (ক্ষুদ্র ও মাঝারী) বাজার উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা।

০৫। প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র সমূহের ব্যবহার ও পরিচালনাঃ

প্রসেসিং সেন্টার (Processing Center) এর সেবার আওতা নিম্নরূপঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র সমূহে পানি, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এখানে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পণ্য সামগ্রী প্রাথমিক ভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং, ওজন ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া কৃষিপণ্য দ্বারা বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য নিম্নবর্ণিত প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি রয়েছেঃ

যন্ত্রপাতির বিবরণ							
১।	ইলেকট্রিক ড্রায়ার	৯।	পিএইচ মিটার	১৭।	এস এস বোল	২৫।	প্লাস্টিক ড্রাম
২।	ফরক্ এন্ড কাটিং ডিভাইস	১০।	রিফ্যাক্টো মিটার	১৮।	এস এস ট্রে	২৬।	লেভেল ডিজাইন প্রিন্টিং
৩।	সিলিং মেশিন	১১।	স্যালাইনো মিটার	১৯।	এস এস	২৭।	প্লাস্টিক কন্টেইনার
৪।	হিটগান	১২।	এসিডিটি পরীক্ষা	২০।	ফিল্টার	২৮।	ক্লিনিং ব্রাস
৫।	ব্লেন্ডার (হেভি)	১৩।	যন্ত্রপাতি	২১।	এস এস মগ	২৯।	এপ্রোন
৬।	চাটনী ফিলিং মেশিন।	১৪।	কেমিক্যাল পরিমাপক	২২।	এস এস স্পুন	৩০।	মাস্ক
৭।	ব্যাচ প্রিন্টার	১৫।	(সেট)	২৩।	প্রসেসিং	৩১।	হ্যান্ড গ্লোভস্
৮।	ময়েশ্চার মিটার	১৬।	ডিজিটাল পরিমাপক	২৪।	টেবিল	৩২।	টমোটে পাল্প মেশিন
			এসএস ভ্যাট		প্যাকেজিং	৩৩।	সময় সময় সংযোজনকৃত
			এসএস বাকেট		সিলিন্ডার		অন্যান্য যন্ত্রাংশ।
					চাটনি প্রিন্টেড		
					প্যাকেট		

০৬। প্রেসেসিং সেন্টার ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ

ক) প্রতি কর্ম দিবসে সকাল ৮ ঘটিকা হতে রাত্র ৮ ঘটিকা পর্যন্ত এই কেন্দ্র ব্যবহার করা যাবে। তবে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধের দিনে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যাবে;

খ) প্রসেসিং সেন্টার ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিস কর্তৃক রশিদ প্রদান পূর্বক ভাড়া আদায় করা হবে;

গ) ব্যবহারীগণ ব্যবহারের পর সংশ্লিষ্ট যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার শর্তে প্রসেসিং সেন্টারের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করবেন;

ঘ) সেন্টারের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়তি কোন উপকরণ (যেমন: প্যাকেজিং এর জন্য পলিথিন পেপার) প্রয়োজন হলে তা' ব্যবহারকারীকে নিজ ব্যবস্থাপনায় সংগ্রহ করতে হবে;

ঙ) কোন সরকারী/বেসরকারী/এনজিও প্রতিষ্ঠানে-কেও এই কেন্দ্র ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা যাবে। তবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় গঠিত কৃষক দল/কৃষক বিপণন দলভুক্ত সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

চ) ব্যবহারজনিত কারণে কেন্দ্রের আসবাবপত্র/যন্ত্রপাতির কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে ভাড়া গ্রহণকারী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তা নিজ দায়িত্বে মেরামত করে দিতে হবে;

ছ) প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র ব্যবহারের ভাড়া বাবদ আদায়কৃত অর্থের হিসাবরক্ষণের নিমিত্ত পৃথক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে;

জ) ভাড়া বাবদ আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে সংরক্ষণ পূর্বক তা মাসে মাসে হাল নাগাদ করতে হবে;

ঝ) ভাড়া বাবদ আদায়কৃত ৫০% অর্থ প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ/সংরক্ষণ/উন্নয়ন/সেবা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যয় করা যাবে। দায়িত্বপ্রাপ্তগণ প্রয়োজন বোধে কর্মকর্তা কর্তৃক খন্ডকালীন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। খন্ডকালীন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণ নির্দেশনা জারি করবেন;

ঞ) প্রসেসিং সেন্টারে শাক-সবজি, ফলমূল সর্টিং, গ্রেডিং, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদিসহ প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী কৃষক দলের সদস্যদের জন্য প্রথম ৩ ঘন্টার জন্য ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা ও পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ১০০/- (একশত) টাকা হারে ভাড়া প্রদান করতে হবে;

ট) কৃষক গ্রুপ ব্যাতীত অন্যান্য ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রথম ৩ ঘন্টার জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ও পরবর্তী প্রতি ঘন্টার জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে ভাড়া প্রদান করতে হবে;

ঠ) বৃহৎ ব্যবসায়ী/ বৃহৎ উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। যেখানে বিদ্যুৎ বিল ও জামানতসহ অন্যান্য শর্তাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে;

ড) সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার জেলায় অবস্থিত প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রের ভাড়া বাবদ আয়-ব্যয় বিবরণী সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরমেটে আবশ্যিকভাবে পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

ঢ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক সার্বিক বিষয় তদারকি করবেন এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কনসলিডেটেড প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

০৭। প্রসেসিং সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতঃ

১. প্রসেসিং সেন্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের তদারকির দায়িত্ব জেলা কর্মকর্তা পালন করবেন।

২. কোন দলীয় সদস্যের বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণ না করা কিংবা তাঁর অবহেলাজনিত কারণে কোন যন্ত্রপাতি বিকল বা বিনষ্ট হলে উক্ত দলের দায়িত্ব হবে তার নিকট হতে বিকল যন্ত্র মেরামতের (বাজারদর অনুসারে) ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

৩. দলীয় সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যবহারকারী কর্তৃক কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বিকল বা বিনষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা মেরামত কিংবা প্রতিস্থাপন করে দিতে হবে।

৪. বিনষ্ট যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ মেরামতের বিষয় জেলা কর্মকর্তা বিভাগীয় উপ-পরিচালককে অবহিত করবেন এবং তাঁর লিখিত অনুমতি গ্রহণপূর্বক তা মেরামত কিংবা প্রতিস্থাপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৮। প্রসেসিং সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলঃ

১. দলীয় সদস্য ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবহারকারীগণ হতে আদায়কৃত ফি-এর অর্থ দ্বারা এই তহবিল গঠিত হবে। এতদুদ্দেশ্যে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব খোলা হবে;

২. জেলা কর্মকর্তা একটি পৃথক রেজিষ্টারে এই তহবিলের অর্থের হিসাব রক্ষণ করবেন। এবং প্রতিমাসে তহবিল বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;

৩. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত অডিট টীম সময় সময় প্রসেসিং সেন্টার এবং উহার যাবতীয় তহবিল অডিট করবেন (মহা-পরিচালক মহোদয়ের আদেশ সাপেক্ষে);

৪. এনসিডিপি মার্কেট পরিচালনা নীতিমালার আলোকে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার/উন্নয়ন/সেবা খাতে ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে ভাড়া হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের ৫০% ব্যয় করা যাবে এং অবশিষ্ট ৫০% অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা হবে;

৫. প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রের আদায়কৃত ৫০% অর্থ হতে রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার/উন্নয়ন/সেবা খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যয় বিবরণী বিভাগীয় উপ পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহ করতে পারবে;

০৯। অবহেলাজনিত বা ইচ্ছাকৃত ভুলজনিত যন্ত্রপাতি বিকল ও বিনষ্ট হওয়ার ক্ষতিপূরণঃ

১. কোন ব্যবহারকারীর অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ভুলজনিত কারণে প্রসেসিং সেন্টারের কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বিকল বা বিনষ্ট হলে দলীয় সদস্যদের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের দায়িত্ব উক্ত দলের উপর বর্তাবে;

২. দলীয় সদস্য ব্যতীরেকে অন্যকোন ব্যবহারকারী কর্তৃক কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ বিকল বা বিনষ্ট হলে উক্ত ব্যবহারকারীকে নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করতে হবে অন্যথায় বাজার দর অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। জেলা কর্মকর্তা বিভাগীয় উপ-পরিচালকের সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন এবং সে অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচত হবে;

৩. কৃষক দল ব্যতীত অন্য কোন ব্যবহারকারী তাঁর দ্বারা বিকল/বিনষ্ট যন্ত্র মেরামতে অসম্মত হলে ব্যবহারকারী কর্তৃক জামানত হিসেবে রক্ষিত অর্থ হতে তা সমন্বয় করা হবে;

১০। প্রসেসিং সেন্টার ও উহার যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রতিস্থাপনঃ

দীর্ঘ দিন ব্যবহার জনিত কারণে (Normal wear and tear) অথবা বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন যন্ত্র বিনষ্ট বা ব্যবহারের অনুপযোগী হলে ৭ (২ ও ৩) এ বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবেনা। এক্ষেত্রে ভাড়া বাবদ আদায়কৃত ৫০% অর্থ দ্বারা জেলা কর্মকর্তা বিনষ্ট বা বিকল যন্ত্র মেরামত কিংবা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই বিভাগীয় উপ-পরিচালকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১১। আয়-ব্যয়ের বিষয়ে অডিট সম্পন্নকরণঃ

ক) মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক অডিট টীম গঠন করা হবে।

খ) অডিট টীম সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের ভাড়া প্রদান, ভাড়া ও সার্ভিস চার্জের আয়-ব্যয়ের অডিট সম্পন্ন করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় উপ-পরিচালক ও মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর দাখিল করবেন। অডিট প্রতিবেদনের উত্থাপিত আপত্তির বিষয়ে বিভাগীয় উপ-পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ভাড়া নির্ধারণ বিষয়ে যে কোন পরিমার্জন/সংশোধন/পরিবর্তন/বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

(মোঃ মাহবুব আহমেদ)
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর